বামবা-এর বর্তমান কার্যক্রম নিয়ে এর প্রেসিডেন্ট ফয়সাল সিদ্দিকী বগীর সাথে আলাপ-আলোচনা

একদিন হরতালের দিন দুপুর ১২টায় ফোন করে তখনই বগী ভাইয়ের বাসায় গেলাম। কেননা ফোন করার সাথে সাথে তিনি যেতে বললেন কারণ হরতালের কারণে তিনি বাসায় আছেন, অন্য সময় হয়তো সময় না হতে পারে। আমরা আপনাদের জন্য বামবা বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করেছি। সেটাই এখানে দেওয়া হলো।

মি.বাংঃ বামবা-র বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বলুন?
বগীঃ বামবা-র যে কার্যক্রমগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি - এটা হচ্ছে একটা বামবা ক্যাসেট বের করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একটা ফ্রী কনসার্ট Arrange-এর চেষ্টা চালাচ্ছি। আর Indoor Vanue-তে যেটাতে ২/৩টা ব্যান্ড করে Monthly সিরিজ চলবে। একুশে টিভির স্পন্সর নিয়ে আলাপ চলছে।

মি.বাংঃ বিগত কনসার্টে ব্যর্থতার কারণ কি?
বগীঃ এটা পুলিশ পারমিশন না দেওয়াতে আমরা করতে পারলাম না। এটা গতানুতিক ভাবে ব্যান্ড শো'র জন্য পুলিশ পারমিশন দিচ্ছে না। অনেক ধরপাকর করে পারমিশন নিতে হচ্ছে। ধরপাকর মানে হচ্ছে পার্টি কন্ট্রাকট করে।

মি.বাংঃ এখন তেমন কোন ব্যান্ড উঠে আসছে না কেন?
বগীঃ এটা Petronization-এর অভাব ছিল। এখন অবস্থা কিছুটা অবস্থা ভালো। অনেক প্রোগ্রাম হচ্ছে - অনেক ভিডিও প্রোগ্রাম হচ্ছে। মনে হয় এখানে মার্কেট কম বলে বেশী ব্যান্ড Sustain করতে পারছে না। মার্কেট ছোট পয়সা কম।

মি.বাংঃ বাংলাদেশের ব্যান্ডের মান এখন খুবই উন্নত। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান হিসাব করলে বা সাব-কন্টিনেটালে প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে বাংলাদেশ ব্যান্ড সঙ্গীতে একটা ভালো কিছু দেখাতে পারতো। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশের ব্যান্ড কেন MTV-সহ বিভিন্ন চ্যানেলে সুযোগ পাচ্ছে না?
বগীঃ এখানে একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে। যেহেতু আমাদের অডিও লেবেলগুলো যেমন সাউন্ডটেক, সঙ্গীতা কোন ইন্টারন্যাশনাল লেবেল নয়। এখানে লিগ্যাল বা টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে যে, ব্যান্ডরা MTV-তে চান্স পায় না কারণ MTV-তে যখন কোন ভিডিও দেখায় তখন ওরা নিশ্চিত থাকতে চায় যে, এটাতে যেন কোন লিগ্যাল প্রবলেম না হয়, যাতে কোন কেইস না আসে। সেজন্য ওরা বাংলাদেশী কারো ভিডিও দেখাতে চায় না। তারপর এখানে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে - Language Problem। যেহেতু আমাদের মিউজিক হচ্ছে বাংলায় - হিন্দিতে নয় আবার ইংরেজিতেও নয়। বাংলার মার্কেট হচ্ছে সীমিত - ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বাংলাদেশ। সেজন্য হয়তো ওরা আমাদের তুলে নিচ্ছে না। তবে যেহেতু অনেক বাংলা চ্যানেল হয়ে গেছে, আমার মনে হয় এ অবস্থার পরিবর্তন হবে।

মি.ওঃ তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে, বাংলাদেশী কোন ব্যান্ড যদি ইন্ডিয়ায় গিয়ে HMV or T-Series এর মতো কোম্পানী থেকে ক্যাসেট বের করে তাহলে চ্যানেলে চান্স পাবে?
বগীঃ অবশ্যই পেতে পারে যদি সে রকম চুক্তি করে ক্যাসেট বের করে।

মি.বাংঃ বামবা থেকে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে কি?
বগীঃ না নিচ্ছে না আপাতত। এটা Privately অনেকে পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমি শুনেছি যে, মাইলস্ এর কিছু ভিডিও হচ্ছে কোন ইন্ডিয়ান কোম্পানীর স্পন্সরশীপে।

মি.বাংঃ পাশ্চাত্য ও এদেশের ব্যান্ড মিউজিক তুলনা করুন?
বগীঃ সত্যি কথা বলতে কি International Standard of Professionalizm যেটা আছে সেটাতে কিন্তু আমরা পৌছাতে পারিনি। এটার বিভিন্ন কারণ আছে। ওখানে যারা মিউজিক করে তারা ফুল টাইম দিন-রাত মিউজিক করছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদি রেনেসাঁ'র কথাই বলি আমরা সবাই অন্য পেশাতে জড়িত আছি। তারপর আমরা যে সীমিত সময় পাই সে সময়টাতে সঙ্গীত চর্চা করি। কিন্তু এই অল্প সময়ে ঐ দক্ষতা অর্জন করা যায় না। এছাড়া অন্যান্য প্রায় ব্যান্ডে একজন বা দু'জন Professional Musician আছে। পুরো ব্যান্ডটা Professional না। তারপর কয়েকটা Leading Band আছে - আমি নাম বলবো না সেখানে হয়তো একজন বা দু'জনই পুরো ব্যান্ডটাকে টানছে, অন্যরা অতটা দক্ষ নয়। যে কারণে ওদের ষ্ট্যান্ডার্ডটা অত মানের হয় না। এরকম বিভিন্ন কারণ আছে - ওয়েস্টানে ১০/১২ বছর বয়স থেকে মিউজিক শেখা শুরু করে আর এখানে ২০/২৫ বছর বয়স থেকে মিউজিক শেখা আরম্ভ করে, ব্যান্ড করে। তাই Limitation-তো এসে যায়।

মি.বাংঃ বামবা কি স্কুল অফ মিউজিক বা এ জাতীয় কিছু করবে যারা মিউজিকে আসতে চায় বা আগ্রহী?
বগীঃ বামবা আসলে অত রকম ব্যবসা বা এতো বড় Activity-তে Involve হতে পারছে না - সম্ভব না। কারণ বামবাতে যারা জড়িত তারা বিভিন্ন কিছুতে জড়িত। বামবাও Part-time thing। আমরা তো Full time কিছু করতে পারছি না। আমাদের নিজের পেশা আছে - মিউজিকও করছি আবার এর ফাঁকে বামবাতেও কিছু সময় দিতে হয়। এসব কারণে বামবার কার্যক্রম সীমিত হয়ে যায়। তবে ব্যক্তিগত ভাবে এরকম কিছু হচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছি।